**টীকা-টিপ্পনী ঃ আমার....বাসনা**—গিরিরাজ পত্নী মেনকা তাঁর মনের ... প্রকাশ করেছেন। জামাতা—কৈলাসবাসী শিব। **দুহিতা**—উমা/পার্বতী। **গিরিপুরে...স্থাপনা**—হিমালয়ে শিবের বাসস্থান তৈরি হবে। **ঘর-জামাতা**—ঘরে অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে যে জামাতা চিরকাল থাকেন। ধনী বাঙালি পরিবারে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ... মেয়ে জামাইকে চিরকাল রাখার রীতি ছিল। **হরগৌরী....বারমাস**—মেনকা ... জামাইকে ঘরে রেখে সব সময় মেয়েকে দেখবেন। কন্যা বিরহাতুরা মেনকার ... মধ্য দিয়ে কুলীন বাঙালি পরিবারের মায়ের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। **বৎসরান্তে... না**—বছরে দুর্গাপূজার সময় বাঙালি পরিবারে আনন্দোৎসবের সময় মেয়েকে শ্বশুর গৃহ থেকে আনা হত। **সপ্তমী...আসে**—কোনো কারণে মেয়ে দুর্গা পূজার ... তিথিতে পিত্রালয়ে আসত। **হর....দশমীতে**—শিব দশমী দিন শ্বশুর গৃহে ... স্ত্রীকে নেবার জন্য। স্ত্রী-পাগল বাঙালি স্বামীর কথা প্রচ্ছন্ন। **বিল্বপত্র....ভোলানাথে**—... আত্মভোলা। তাই শুধু বেলপাতা দিয়ে পূজলে তুষ্ট হয়ে থেকে যাবেন।

**আলোচনা ঃ** মা মেনকার জবানীতে বাঙালি মাতার কন্যাস্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বছরে একবার দুর্গাপূজার সময় বাপের বাড়িতে মেয়ে আসে। সারাটি বছর কন্যার কথা ভেবে ভেবে নানা দুশ্চিন্তায় মেনকার সময় কাটে ... দুর্গাপূজা আগত। নানা চিন্তা ভীড় করে আসে মেনকার চিত্তে। শিব কৈলাসে থাকেন। শিব ভিখারি, নেশাখোর। শ্মশানে মশানে ঘোরাফেরা করেন। ঘরের ... নেই। স্ত্রী, সংসার ও ছেলেমেয়েদের দিকে লক্ষ্য নেই। মেনকা এইভাবে আত্ম... লাভ করেন যে, এবার হিমালয়েই দ্বিতীয় একটি কৈলাসধাম তৈরি করে হরগৌরীকে রেখে দিবেন। আর মেয়ের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে হবে না। পদকার আপন কল্পনায় স্নেহ কাঙালিনী বাঙালি মায়ের প্রাণের এক বিশ্বস্ত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

৩

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌বো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

—রামপ্রসাদ সে...

**টীকা-টিপ্পনী ঃ মৃত্যুঞ্জয়**—যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, অর্থাৎ শিব। ... মৃত্যুহীন, অমর, আদি অন্তহীন, দেবাদিদেব। অধর্মের স্ত্রী হিংসা, ছেলে অমৃত ... নিকৃতি। এদের থেকে ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা জন্মায়। মায়ার ছেলে মৃ...





মৃত্যুকে নারী বলা হয়েছে। তিনি নির্বাক, এলোকেশী, গলায় পদ্মবীজের মালা। চুপি চুপি চলাফেরা করেন। আবার মহাভারতে আছে ব্রহ্মার ক্রোধজাত দেবী মৃত্যু। তিনি পিঙ্গলবর্ণা, রক্তনয়না, রক্তাননা ও স্বর্ণকুণ্ডল ধারিণী।

**শ্মশান**—শব দাহের স্থান। শ্মা (শবের) স্থান = শ্মশান।

**মশান**—সমাধি স্থান, বধ্য ভূমি, প্রেত ভূমি।

**আলোচনা ঃ** দ্বিজ রামপ্রসাদের পদে মেনকার উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। মেনকা ভিখারি শিবের সঙ্গে কন্যা উমার বিয়ে দিয়েছেন। শিবের সংসারে উমার সুখ শান্তি নেই, স্বামী শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়। নেশা করে। ভাং ধুতুরা খেয়ে পড়ে থাকে যত্র তত্র। শিব বাউন্ডুলে। নেশাখোর উন্মাদ। মনে হয় না যে তাঁর একটি সংসার আছে। অভাবে অনটনে খুবই বিষণ্ণ চিত্তে উমাকে জীবন কাটাতে হয়। বৎসরান্তে দুর্গাপূজার সময় উমা পিতৃগৃহে আসবে। দুর্গোৎসবের আর বেশি দেরী নেই। তাই মেনকা স্বামী গিরিরাজকে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। এবার উমা এলে আর স্বামী গৃহে পাঠাবে না। জামাই শিব এসে উমাকে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুললে তিনি ঝগড়া করবেন। মেয়েও মায়ের পক্ষ নেবে। কারণ শিব সংসার বিরাগী—সংসারে অনেক দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা উমাকে সহ্য করতে হয়। উমা তাই নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে একমত হবেন। মায়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন।

এই পদে সমাজ সচেতনতার সঙ্গে মাতৃহৃদয়ের আকুলতা ব্যাকুলতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। মেনকা জানেন বিয়ের পর মেয়ে স্বামীগৃহে থাকবে। স্বামীগৃহে তাকে না পাঠালে সমাজের লোকেরা নানা প্রকার নিন্দা সমালোচনা ও কটূক্তি করবে। মেনকা কন্যার দিকে তাকিয়ে তা অগ্রাহ্য করবেন। মেয়ে স্বামীগৃহে অভাব অনটনে দুঃখে যন্ত্রণায় জীবন কাটাবে তা কোনো মা সহ্য করতে পারেন না। সংসারের কর্তব্য সম্পর্কে যে স্বামীর চেতনা নেই, কোনো ধারণা নেই, যে স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যার ভরণ-পোষণের দিকে লক্ষ্য নেই—সেই অকর্মণ্য ব্যক্তির স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কোনো অধিকার নেই—কোনো যোগ্যতা নেই নেশাখোর শিবের। ভাগ্য দোষে একটি অকর্মণ্য ব্যক্তির হাতে পড়েছে উমা। এই পদে মাতৃহৃদয়ের বেদনা ও ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেছে।

৪

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার উমা নেই।
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী?

Scanned by CamScanner